কর্ণফুলীতে নুতন সদস্যের আগমন

কর্ণফুলী সংবাদ

দিনে দিনে যেমন বয়স বাড়ছে ঠিক তেমনি দায়িত্বও বাড়ছে অনেক। ২০০৫ সনের শেষদিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে জন্ম হয়েছিল কর্ণফুলীর, এক বছর হতে না হতেই এর প্রচার পরিধিও ছড়িয়েছে অনেক। গত বছরের গোড়ার দিকে ব্যক্তিগত কারনে আমাদের সহকারী সম্পাদক জিয়া মোহাম্মদ জিলানী পদত্যাগ করার পর থেকে উক্ত পদটি শুন্য পড়েছিল অনেক দিন। সম্পাদনা পরিষদে আমরা বাকি যে কজন ছিলাম তারাই অতি যত্ন সহকারে একটি পরিবারের মত সুখে-দুঃখে এক সাথে কাঁধে কাঁধ রেখে নিরলস কাজ করে গিয়েছি। পরবাসের শত ব্যাস্ততা ও অন্যান্য দায়ীত্ববোধ পালনের পাশাপাশি আপ্রান চেষ্টা করেছি কর্ণফুলীকে প্রতি হপ্তায় নিয়মিত আপডেট করতে। দু'দিনের কম্পিউটার জটিলতা ছাড়া কর্ণফুলীর জন্ম থেকে অদ্যাবধি 'নিয়মিত আপডেট' বিষয়ে পাঠকদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকে কখনো স্খলিত হয়নি।

জামিল হাসান সুজন

সহকারী সম্পাদকের পদটি শুন্য থাকাবস্থায় দীর্ঘ এক বছরে বিভিন্ন সময়ে কিছু গুনী ও শুভাকাঙ্খী পাঠকদের কাছ থেকে পদটি পুরনের প্রস্তাব আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা অতি বিনয়ের সাথে তা এড়িয়ে গেছি। কারন আমাদের যে 'সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া' তার আওতায় আমরা কাউকে পাইনি। কিন্তু ঘরের চৌকাঠের সামনে পড়ে থাকা মানিকের মত অতি কাছের ব্যক্তিটিকে কোনদিন চোখ মেলে আমরা দেখিনি যার মধ্যে আমাদের চাহিদার সকল বৈশিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ন। তাকে অনেকদিন ধরেই আমাদের পাঠকবৃন্দ একজন লেখক হিসেবেই চিনতেন। কলমের কালিতে মেধা নিসৃত তার লেখা পড়ে অনেক পাঠক/পাঠিকা তাকে বহুবার সাধুবাদ জানিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন। তিনি জনাব জামিল হাসান সুজন, তিন সন্তানের জনক, সুখী পিতা ও বিশ্বস্থ স্বামী, থাকেন সিডনী মহানগরের আন্তঃপশ্চিম এলাকার ক্যাম্পসি নামক একটি আবাসিক এলাকায়। তাঁর বিষয়ে নুতন করে বলার কিছু নেই, তবুও তার সম্পর্কে পুনরায় জানতে হলে উপরে তার ছবিতে টোকা মারুন।

জনাব জামিল হাসান সুজন গত ৩০ মার্চ ২০০৭ শুক্রবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সহকারী সম্পাদক হিসেবে আমাদের কর্ণফুলী পরিবারে যোগ দিয়েছেন। আমরা আশাকরি বিশ্ববাংলাভাষী পাঠক এখন থেকে আরো সুন্দর কিছু কাজ, কিছু লেখা কর্ণফুলীতে দেখবেন। আর এই ইতিবাচক সংযোজনটি হবে সম্পুর্ন জামিল হাসান সুজনের জন্যে। তার সান্নিধ্য ও সহযোগীতা আমাদের কর্ণফুলীকে দিনে দিনে আরো সমৃদ্ধ করবে।

আরেকটি কথা না বললেই নয়, সুধী পাঠক, লেখক ও অগনিত শুভাকাঙ্খীরা জেনে আনন্দিত হবেন যে কর্ণফুলীর আর্কাইভ ক্ষমতা অর্থাৎ 'লেখার গুদাম মওজুদ' ক্ষমতা অনেকগুন বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতি বছরে যে পরিমান লেখা (টেক্সট এন্ড গ্রাফিক্স) কর্ণফুলীর আর্কাইভে জমা হচ্ছে সে হিসেবে বর্তমানে এর ধারন ক্ষমতা ৩৩ (তেত্রিশ) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। সোজা সাপটা কথায় বলতে হয়, যে লেখাটি আজ কর্ণফুলীতে প্রকাশ করা হলো তা আগামী ৩৩ বছর ধরে আর্কাইভে জমা থাকবে। এতে যেকোন লেখক স্মৃতিচারন করতে গিয়ে কর্ণফুলীর হোমপেজের বাঁ দিকের সংশ্লিষ্ঠ আর্কাইভে টোকা মেরে কয়েক যুগ আগের তার লেখাটি দেখে মুহুর্তে পুরানো দিন ও ক্ষনটিতে ফিরে যেতে পারেন। আমাদের লেখকদের জন্যে এর চেয়ে বেশি আনন্দের সংবাদ আর কি হতে পারে।

প্রধান সাম্পানওয়ালা